পরিশিষ্ট -১

বেদের স্বর

ও

মন্ত্রের পদপাঠবিষয়ক কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

বৈদিক স্বরবিধিপ্রকার (Accent system) বেদাধ্যয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণভাবে এই স্বরপ্রয়োগ বর্ণের উচ্চারণ স্থান ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত[1]। নিয়মের প্রযত্নজটিলতা পরিহার করে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে তালু প্রভৃতি স্থানের উচ্চস্থানে উচ্চারিত স্বর উদাত্ত, নিম্ন ভাগে উচ্চারিত অনুদাত্ত এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে উচ্চারিত স্বর স্বরিত। এছাড়াও অনুদাত্তের আরো একটি রূপ আছে তার নাম প্রচয়। তা স্বরিতের পরবর্তী অনুদাত্তস্বর। প্রাতিশাখ্যে প্রচয়ের অন্যনাম একশ্রুতি। ঋগ্বেদে উদাত্ত স্বরের কোনো চিহ্ন নেই, অনুদাত্তের চিহ্ন হল '—' এবং স্বরিতের চিহ্ন হল '।' স্বরিতস্বর সাধারণতঃ দ্বিবিধঃ- স্বতন্ত্র ও আশ্রিত। উদাত্তের পরবর্তী যে অনুদাত্ত স্বরিত হয় তাকে আশ্রিত স্বরিত (dependent svarita) বলে, অন্যদিকে স্বতন্ত্র স্বরিত (independent svarita) উদাত্তের অপেক্ষা ছাড়াই প্রযুক্ত হয়। উভয় প্রকার স্বরিতেরও আবার অনেক উপবিভাগ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বতন্ত্র স্বরিতের অন্তর্গত জাত্য বা নিত্য স্বরিত। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বরিতের এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট। নীচে দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য[2]।

---

১. উচ্চৈরুদাত্তঃ (পা. ১.২.২৯), নীচৈরনুদাত্তঃ (পা. ১.২.৩০), সমাহারঃ স্বরিতঃ (পা. ১.২.৩১)। উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ ত্রয়ঃ স্বরাঃ- ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৩/১

২. উদাত্তস্বর	-	ইন্দ্রঃ (ই)
অনুদাত্তস্বর	-	অগ্নিঃ (অ)
স্বরিতস্বর	-	চকার (র)
জাত্যস্বরিত	-	বীর্যাণি (র্যা)

স্বরসহযোগে বেদাধ্যয়নের অনেকগুলি রীতি এক সময় প্রচলিত ছিল যেমন সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, মালাপাঠ, জটাপাঠ, ক্রমপাঠ, ঘনপাঠ, শিখাপাঠ ইত্যাদি। এদের মধ্যে দু'টি পাঠ এখানে আলোচ্য;- সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ। বেদমন্ত্রের স্বর, সন্ধি, ক্রম অবিকৃত রেখে যে পাঠ তার নাম সংহিতা পাঠ, আর সংহিতাপাঠের প্রত্যেকটি পদ আলাদা আলাদা ভাবে উচ্চারণ করে যে পাঠ তার নাম পদপাঠ। কোনো কোনো বৈদিক মহলে যদিও "সংহিতা পাঠ আগে না পদপাঠ আগে"— এ রকম একটি বিতর্ক শোনা যায় - তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈদিক সম্প্রদায় মনে করেন সংহিতাপাঠ পদপাঠের পূর্ববর্তী। বেদব্যাখ্যাকার প্রাচীন বৈয়াকরণ শাকল্য হলেন প্রথম পদপাঠকার। তবে একাধিক মস্তিষ্ক এর পেছনে থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, পদপাঠের প্রথম এবং মূল উদ্দেশ্য হল মন্ত্রের প্রতিটি পদের মূল স্বরূপটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া বা করানো। পদপাঠের স্বরূপ বিবেচনা করে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম এখানে উদাহরণ সহ প্রদত্ত হল।

সাধারণ নিয়ম

১. সংহিতা পাঠে প্রদত্ত সন্ধিযুক্ত পদগুলিকে পদপাঠে সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখানো হয় এবং সুবিধার জন্য প্রতিটি পদের অন্তে একটি বিরাম চিহ্ন (।) ব্যবহার করা হয়।

উদাঃ (সং) স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি (ঋক্‌, ১.১.৪)।

(পদ) সঃ। ইৎ। দেবেষু। গচ্ছতি।

২. সংহিতাপাঠের পদান্ত অনুস্বারকে পদপাঠে 'ম্' রূপে দেখানো হয়।

উদাঃ (সং) অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ .... (ঋক্ ১.১.৪)।

(পদ) অগ্নে। যম্। যজ্ঞম্। অধ্বরম্। বিশ্বতঃ .... ।

৩. সংহিতাপাঠে ছন্দোজাত দীর্ঘস্বরকে হ্রস্বরূপে পদপাঠে দেখানো হয়।

উদাঃ (সং) সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ...... (ঋক্‌, ১.১.৯)।

(পদ) সচস্ব। নঃ। স্বস্তয়ে।

৪. অবগ্রহ বিষয়ক নিয়ম

সংহিতা পাঠে কিছু কিছু পদকে অবগ্রহ চিহ্ন (S) দিয়ে পৃথক করা হয়, কিন্তু সেখানে বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

(ক) সমাসবদ্ধ পদ থাকলে সমস্তপদদ্বয়ের মাঝখানে পদপাঠে অবগ্রহ দেওয়া হয়।

উদাঃ (সং) প্রতিত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় (ঋক্, ১.১৯.১)।

(পদ) প্রতি।ত্যম্।চারুম্।অধ্বরম্।গোSপীথায়।

(সং) গোপীথায় প্রহূয়সে.....(ঋক্, ১.১৯.১)

(পদ) গোSপীথায়।প্র।হূয়সে

অপবাদ-

তবে এর ব্যতিক্রমও আছে।

১) দেবতাদ্বন্দ্বসমাস অবগ্রহ দিয়ে পৃথক করা হয় না।

উদাঃ (সং) ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধা (ঋক্, ১.২.৮)।

(পদ) ঋতেন। মিত্রাবরুণৌ।ঋতSবৃধৌ।

২) নঞ্ সমাসে নঞর্থক পদটি অবগ্রহ দ্বারা আলাদা করা হয় না।

উদাঃ (সং) অক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি (ঋক্, ১.১৫৪.৪)।

(পদ) অক্ষীয়মাণা। স্বধয়া। মদন্তি ।

৩) বনস্পতি ইত্যাদি সমাসবদ্ধ শব্দের যে গণ, যেখানেও পদ পৃথক করার জন্য অবগ্রহের ব্যবহার করা হয়নি।

উদাঃ (সং) শুনঃ-শেপো যম্ ..... (ঋক্ ১.২৪.১২)।

(পদ) শুনঃশেপঃ। যম্ .....

৪। (খ) একপদ হওয়া সত্ত্বেও পদটি যদি - ভ্যাম্, -ভিঃ কিংবা ভ্যঃ যুক্ত হয় এবং মূলপদটি যদি অপরিবর্তিত (বা হ্রস্বস্বরান্ত) হয় সেক্ষেত্রে মূলপদটির পরে এবং উক্ত বিভক্তির আগে অবগ্রহ প্রদত্ত হয়ে থাকে।[১]

---

১. এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে ভ্যাম্, ভিঃ, ভ্যঃ যুক্ত পদটির মূল অংশ বলতে বোঝানো হয়েছে মূল পদটি যদি পরিবর্তিত হয় (কিংবা মূলপদটি দীর্ঘস্বরান্ত হলে) অবগ্রহ দেওয়া হবে না। পরপৃষ্ঠায় উদাহরণেই দেখানো আছে **'ঋষিSভিঃ'** অবগ্রহ যুক্ত কেননা মূলপদ 'ঋষি' অবিকৃত। অথচ 'পূর্বেভিঃ' অবগ্রহযুক্ত হয়নি, কেননা মূলপদ 'পূর্ব' দীর্ঘস্বরান্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। অতিরিক্ত উদাহরণের জন্য, পরপৃষ্ঠায় (১০/১৪/১৫) ৩নং উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

উদাঃ ১) (সং) অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভিরীড্যো (ঋক্, ১.১.২)।

(পদ) অগ্নিঃ । পূর্বেভিঃ । ঋষিSভিঃ । ঈড্যঃ ।

২) (সং) যাতি শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাম্ (ঋক্ ১.৩৫.৩)।

যাতি । শুভ্রাভ্যাম্ । যজতঃ । হরিSভ্যাম্ । (ঋক্, ১০।১৪।১৫)

৩) (সং) ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ।

(ঋক্, ১০।১৪।১৫)

(পদ) ইদম্। নমঃ। ঋষিSভ্যঃ।পূর্বজেভ্যঃ।পূর্বেভ্যঃ।

৪। (গ) অন্ত্যবিভক্তিটি - 'সু' (অর্থাৎ সপ্তমী) হলেও অবগ্রহ দেওয়া হবে যদি মূল পাঠ ব্যঞ্জনান্ত হয়।

উদাঃ (সং) অপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ (ঋক্, ১.২৩.২০)।

(পদ) অপ্Sসু । মে । সোমঃ। অব্রবীৎ।

৪। (ঘ) তৃ, তরপ্, তমপ্, মতুপ্, বতুপ্ ইত্যাদি তদ্ধিতান্ত পদের উক্ত প্রত্যয়টি অবগ্রহ দিয়ে পৃথক করে দেখানো হয়।

উদাঃ (সং) তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বম্ (ঋক্, ১.১১৫.৪)।

(পদ) তৎ। সূর্যস্য। দেবSত্বম্। তৎ।মহিSত্বম্।

*(সং) সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ (ঋক্, ১.১.৫)।

(পদ) সত্যঃ চিত্রশ্রবঃSতমঃ।

(সং) অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদঃ (ঋক্, ১.৪৮.২)।

(পদ) অশ্বSবতীঃ।গোSমতীঃ।বিশ্বSসুবিদঃ।

৪। (ঙ) নামধাতু যেমন ক্যচ্, ক্যঙ্ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূলপদটির পর অবগ্রহ বসে।

উদাঃ (সং) বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমম্ (ঋক্, ১.৩২.৩)।

(পদ) বৃষSয়মাণঃ। অবৃণীত। সোমম্।

---

*যে ক্ষেত্রে একাধিক অবগ্রহের সম্ভাবনা, যেমন 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' সেক্ষেত্রে শেষেরটিতেই অবগ্রহ দেওয়া হবে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন রত্নS ধাতমম্ (ঋক্, ১.১.১

৪। (ঙ) সপ্তমী অর্থে প্রযুক্ত 'ত্রা' প্রত্যয় অবগ্রহ দ্বারা পৃথক করা হয়।

উদাঃ (সং) তে পুরুষত্রা যবিষ্ঠা (ঋক্, ৪.১২.৪)।

(পদ) তে। পুরুষত্রা। যবিষ্ঠ।

৪। (চ) যে সমস্ত উপসর্গ সমাসবদ্ধ হয়ে প্রযুক্ত সেগুলি অবগ্রহ দ্বারা পৃথক্ করা হয় কিন্তু যারা সমাসবদ্ধ নয় সেগুলিকে পৃথক পদরূপে দেখানো হয় না।

উদাঃ (সং) সজ্ঞানানা উপাসতে (ঋক্, ১০.১৯১.২)।

(পদ) সম্ঽজানানাঃ। উপঽআসতে।

(কিন্তু)(সং) সং সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং (ঋক্, ১০.১৯১.২)।

(পদ) সম্। গচ্ছধ্বম্। সম্। বদধ্বম্।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অনুমান করা যেতে পারে যে পদপাঠকারদের এই বিযুক্তি ও অবগ্রহপ্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মূলশব্দটির সঙ্গে পাঠক বা উচ্চারকের পরিচয় ঘটানো। সেজন্য যে সমস্ত পদসমূহের অথবা সমাসবদ্ধ শব্দের স্বরূপ পৃথক ভাবে স্পষ্ট নয় (পূর্বপদ বা উত্তর পদরূপে), সেখানে পদপাঠকার অবগ্রহ দেননি। ঋগ্বেদে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে; যেমন সূনৃতা, সূনরী, ঋত্বিজম্, স্বস্তয়ে, অন্তরিক্ষম্, রিশাদসম্ গির্বণসম্, সমানম্, বৃহস্পতিঃ, নাসত্যা ইত্যাদি। পদপাঠে এগুলি অবগ্রহচিহ্ন দিয়ে পৃথক্ করে দেখানো হয়নি।

পদপাঠে স্বরচিহ্ন প্রয়োগ

সাধারণতঃ সংহিতা পাঠ অনুযায়ী পদপাঠে স্বরপ্রয়োগ হয়ে থাকে। এবং সংহিতাপাঠের যেটি উদাত্তস্বর সেটি কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা হয় না (জাত্যস্বরিতের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে সত্য)। তবে স্বরিত, অনুদাত্ত, প্রচয় স্বরের স্বরচিহ্নের পরিবর্তন পদপাঠে দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত দেওয়ার আগে একটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্বরবিষয়ক আলোচনা সেরে নেওয়া আবশ্যক।

যেমন ১) একটি পদে একটি মাত্র উদাত্তস্বর থাকে। সূত্র = **অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্।** (সূত্রটির অক্ষরার্থ হল-একটি পদে একটি স্বর বাদে বাকিস্বরগুলি অনুদাত্ত হবে)।

২) তবে অতিঙন্ত পদের (এখানে ধরা যাক সুবন্ত পদের) পর যদি তিঙন্ত পদ (অর্থ করা যাক সমাপিকা ক্রিয়াপদ) থাকে তাহলে সেই তিঙন্ত পদটির সবগুলি স্বরই অনুদাত্ত হবে (সূত্র=তিঙন্ততিঙঃ)।

৩) উদাত্তস্বরের পরবর্তী বিদ্যমান যে অনুদাত্ত স্বর তা স্বরিত-স্বররূপে গণ্য হয় (সূত্র=উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ)।

৪) উক্ত স্বরিতের পর যদি পদে কোনো (এক বা একাধিক) অনুদাত্ত স্বর থাকে তাহলে তাকে প্রচয় স্বর বলা হবে (অন্যনাম একশ্রুতি) এবং সেই অনুদাত্তের কোনো চিহ্ন থাকে না (সূত্র=স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্)। তবে মনে রাখতে হবে উদাত্তের পূর্ববর্তী অনুদাত্ত স্বর (এক বা একাধিক) কলে তাদেরকে যথাযথ অনুদাত্ত চিহ্ন দিয়ে দেখাতে হবে।*

দৃষ্টান্ত ঃ-

১. একটি পদে একটি উদাত্ত = হোতারম্ ('হো' উদাত্ত)

২. সর্বঅনুদাত্ত তিঙন্ত পদ = অগ্নিম্। ঈড়ে (ঈড়ে' পদ)

৩. উদাত্তের পর অনুদাত্ত স্বরিত = যজ্ঞস্য ('জ্ঞ' উদাত্ত, তাই 'স্য' স্বরিত)

৪. স্বরিতের পর অনুদাত্ত প্রচয় = বীরবত্তমম্ ('ব' স্বরিত, তাই 'ত্তম' অক্ষর দুটি প্রচয়, এবং চিহ্ন হীন**

---

* বৈদিক স্বরপ্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল এবং এর জন্য যেমন শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য ইত্যাদি বেদাঙ্গ গ্রন্থ সমূহ যেমন আছে তেমনি পাণিনির নিজস্ব প্রায় ১৩৮টি স্বরপ্রক্রিয়া বিষয়ক সূত্র আছে। সে সূত্রগুলি প্রত্যেকটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এখানে শুধুমাত্র দিগ্‌দর্শন ও পদপাঠের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে দু'চারটি সূত্রের মাত্র উল্লেখ করা হল। ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ ভাবে সংহিতাপাঠের স্বরগুলির দিকে মনোযোগ রেখে পদপাঠে স্বর চিহ্ন প্রয়োগ করবে-প্রাথমিকভাবে সেটিই কাম্য।

** বলা বাহুল্য, শুধু ব্যঞ্জনবর্ণের কোনো স্বর নেই। (যেমন 'ম্')

ইতিকরণ সম্পর্কিত নিয়মাবলি ঃ

বৈদিকগ্রন্থে যেখানে সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ পাশাপাশি রাখা থাকে সেখানে অনেক সময় দেখা যায় পদপাঠে বিশেষ বিশেষ পদের পর একটি 'ইতি' শব্দ পদপাঠকার ব্যবহার করেছেন। যেহেতু এইপদ মন্ত্রে অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় তাই এই ইতিকে অনার্ষ ইতি বলে। এখন আমরা এই 'ইতিকরণ' সম্পর্কিত কয়েকটি সাধারণ নিয়ম স-দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো।

১. সংহিতার প্রগৃহ্যসংজ্ঞক পদের পদপাঠ করার সময় উক্ত প্রগৃহ্য শব্দের পর ইতি দেওয়া হয়[১]

উদাঃ (সং) যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে (ঋক্ ১০.১২১.৬)।

(পদ) যম্। ক্রন্দসী ইতি। অবসা। তস্তভানে ইতি।

(সং) পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ (ঋক্ ১.১১৫.৩)।

(পদ) পরি। দ্যাবাপৃথিবী ইতি । যন্তি । সদ্যঃ।

২. উ কার কে দীর্ঘ তথা অনুনাসিক যুক্ত উচ্চারণ করলে ওই উকারের পর ইতি বসে।

ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ ..... (ঋক্ ২.৬.১)।

ইমাঃ । ঊঁ ইতি। সু । শ্রুধি । গিরঃ।

---

১. প্রগৃহ্যসংজ্ঞক সূত্র বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদীর অন্তর্গত স্বরসন্ধি (অচ্ সন্ধি) প্রকরণে একাধিক দৃষ্ট হয়। যেমন'ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্'। অর্থাৎ ঈকারান্ত, ঊকারান্ত ও একারান্ত যে দ্বিবচনান্ত শব্দ সেগুলি প্রগৃহ্য সংজ্ঞক। যেমন

ক) মুনী + ইমৌ

খ) সাধূ + ইমৌ

গ) লতে + এতে

আরো প্রগৃহ্য সংজ্ঞক পদ আছে। তবে পদপাঠের ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকা প্রায় নেই।

৩. সংহিতাপাঠে রজাত বিসর্গ থাকলে সেটি স্পষ্ট করার জন্য পদপাঠে ঐ রজাতবিসর্গের পর ইতি দেওয়া হয়। এবং উক্ত রজাত বিসর্গযুক্ত পদটি যদি তিঙন্ত হয় তাহলে সাধারণতঃ পদটির পুনরুক্তি ঘটে থাকে। দু'ধরণের উদাহরণই দেওয়া হল।*

উদাঃ (সং) যে তে পন্থাঃ সবিতঃ পূর্ব্যাসো (ঋক্ ১.৩৫.১১)।

(পদ) যে। তে। পন্থাঃ। সবিতরিতি। পূর্ব্যাসঃ।

(সং) যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ (ঋক্ ২.১২.৪)।

(পদ) যঃ। দাসম্। বর্ণম্। অধরম্। গুহা। অকরিত্যকঃ।

(অর্থাৎ অকঃ + ইতি + অকঃ)

বি.দ্র. প্রগৃহ্যসংজ্ঞক পদটি যদি নিপাত (বা উপসর্গের) সঙ্গে সমাসবদ্ধ থাকে, তাহলে পদপাঠে ইতি, দ্বিরুক্তি তো হবেই তৎসহ দ্বিতীয়পাঠে পদটি অবগ্রহ যুক্ত হবে, প্রথম পাঠে নয়। একে পরিগ্রহ বলে।

উদাঃ (সং) যং ক্রন্দসী সংযতী বিহূয়েতে ..... (ঋক্ ২.১২.৮)।

(পদ) যম্ । ক্রন্দসী ইতি । সংযতী ইতি সম্ঽযতী । বিহূয়েতে ইতি বিঽহূয়েতে ।

৪.'স্বঃ' পদটি বেদে জাত্যস্বরিত রূপে উচ্চারিত এবং এর বিসর্গটি রজাত। এক্ষেত্রে—পদপাঠে ইতিকরণ ও দ্বিরুক্তি তো হবেই উপরন্তু এর জাত্যস্বরিতত্ব বোঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্নও '১' ব্যবহার করা হয়। (অবশ্য জাত্যস্বরিত দীর্ঘস্বরান্ত হলে '৩' চিহ্ন দেওয়া হয়)।

জাত্যস্বরিতের অব্যবহিত পরেই যদি আর একটি উদাত্ত বা জাত্যস্বরিত থাকে, তাহলে পূর্বের জাত্যস্বরিতটি কম্পিত রূপে উচ্চারিত হয়। একেই কম্পস্বর বলে। সেক্ষেত্রে জাত্যস্বরিতটি হ্রস্ব হলে স্বরিতচিহ্নটির ঠিক পরে

---

* কতকগুলি রজাত বিসর্গযুক্ত পদের উদাহরণ যেমন - অন্তর্, পুনর্, প্রাতর্, অকঃ (স্বর নয়) ইত্যাদি।

লক্ষণীয় ঃ শাকল্য হোতরাগহি (২.৬.৬) দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্ (১.১.৭) ইত্যাদি ক্ষেত্রে রজাত বিসর্গ সত্ত্বেও পদপাঠে ইতি দেন নি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন শাকল্য কোথাও কোথাও সজাত বিসর্গেও ইতি দিয়েছেন (দ্র., Vedic Selections, P-III, Appendix-I, P-690) অবশ্য তিনি সেখানে কোনো দৃষ্টান্ত দেখান নি।

চিহ্নসহ ১ সংখ্যা বসে (১) আর জাত্যস্বরিতটি দীর্ঘ হলে জাত্যস্বরিতের নীচে অনুদাত্ত চিহ্ন এবং তারপরেই ৩ সংখ্যা চিহ্নসহ বসে (৩)। উদাহরণ দ্রষ্টব্য।*

উদা (সং) যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ (ঋক্‌, ১০.১২১.৫)

(পদ) যেন। স্ব১রিতি স্বঃ। স্তভিতম্‌ । যেন। নাকঃ।

(সং) সু প্রাব্যে৩ যজমানায় (ঋক্‌ ১০/১২৫/২)।

(পদ) সু । প্রঽঅব্যে। যজমানায়।

৫. অকারান্ত অথবা আকারান্ত নিপাত এবং সর্বনাম পদের সঙ্গে যখন উকারের সন্ধি হয় তখন সন্ধিজ ও কারের পর ইতি দেওয়া হয়।

উদা অ + উ = । অথো ইতি।

প্র + উ = । প্রো ইতি।

উকারান্ত শব্দের সম্বোধনে ওকার হলে সেখানে ইতিবসে যেমন -'ইন্দো ইতি (ইন্দুশব্দ)

এছাড়াও আরো দু একটি ইতিকরণের ক্ষেত্র আছে, তবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সে সবের গুরুত্ব না থাকায় সে সবের উল্লেখ করা হল না।

“সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ
অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।।” (১০/১৫৮/১)

---

*জাত্যস্বরিত এবং কম্পস্বর বিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের অগ্নিসূক্তের ব্যাকরণ অংশের আলোচনা (পৃ. ১২-১৩) দ্রষ্টব্য।